ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকপায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে।

বুধবার সকালে শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের বারইপাড়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বারইপাড়া গ্রামের মন্টু মোল্লা একই গ্রামের লিখন হোসেনের কাছে জমিতে হালচাষ করা বাবদ এক হাজার টাকা পেত। মঙ্গলবার রাতে সেই টাকা চাওয়া নিয়ে দু’জনের মাঝে বাক-বিতন্ডা হয়। তারই জের ধরে বুধবার সকালে দু’পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে দু’পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে স্বপন বিশ্বাস নামের একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ফরিদপুর মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, দু’দলের সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে। সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ধর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

দেশব্যাপী নারি নির্যাতন, ধর্ষণ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসুচি পালিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে সামাজিক ঐক্যজোটের ব্যানারে এ কর্মসুচির আয়োজন করা হয়। কর্মসুচিতে মানবকল্যান সংঘসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন।

মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন সামাজিক ঐক্যজোটের সভাপতি গাউস গোর্কি, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আনোয়ার মাসুম, সাবেক অধ্যক্ষ ড.বিএম রেজাউল করিম, সুর্শেন্দু ভৌমিকসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা দেশব্যাপী ধর্ষণ, নারি নির্যাতন ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে দোষিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা ও ভাঙচুর বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে জেলা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি।

সোমবার (১০ মার্চ) দুপুর ১২ টার দিকে শহরের ওয়াপদা মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন জেলা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি সভাপতি ও জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেনসহ ছয় উপজেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

সে সময় ৭ দফা বাস্তবায়ন সম্বলিত স্মারকলিপি ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম গ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে বেদে পল্লীর শিশুদের জন্য বসুন্ধরা শুভসংঘের ঈদ উপহার

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি এলাকার একটি খাসজমিতে কয়েক বছর ধরে ৩৮টি অসহায় বেদে পরিবার বসবাস করছে। এসব পরিবারের বাচ্চাদের জন্য নতুন পোশাক তো দূরের কথা, দুবেলা দুমুঠো খাবারের ব্যবস্থাই করা কষ্টসাধ্য। এমন অবস্থায় এবার বসুন্ধরা শুভসংঘ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্যরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের পবহাটি এলাকার বেদে পল্লীতে বসুন্ধরা শুভসংঘ ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে শিশুদের জন্য ভালোবাসায় মোড়ানো নতুন পোশাক বিতরণ করা হয়। ঈদের আগে নতুন জামা-কাপড় পেয়ে শিশুদের অভিভাবকরা খুশি হয়েছেন।

বেদে পল্লীর বাসিন্দা ঈসমাইল হোসেন বলেন, ‘আমাদের আগের মতো কেউ আর মূল্যায়ন করে না। বাপ-দাদার পৈতৃক পেশা ধরে রেখেছি, কিন্তু আয়-রোজগার নেই। ভাবছিলাম, ঈদে ছোট দুটো ছেলেমেয়েকে কী দেবো! এরই মধ্যে বসুন্ধরা শুভসংঘ আমাদের সন্তানদের জন্য নতুন পোশাক দিয়েছে। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।’

বসুন্ধরা শুভসংঘ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন বলেন, ‘বেদে পল্লীর মানুষগুলো সমাজের অবহেলিত অংশ। কিন্তু ওরাও এই সমাজেরই মানুষ, বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও রয়েছে। বসুন্ধরা শুভসংঘের মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।’

জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কেয়া রানী প্রামাণিক বলেন, ‘সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় বেদে পল্লীর শিশুদের মাঝে আমাদের ভালোবাসায় মোড়ানো নতুন পোশাক বিতরণ করেছি। জেলাব্যাপী আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা শুভসংঘ জেলা কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক কেয়া রানী প্রামাণিক, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি অরিত্র কুণ্ডু, আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, রূপালি বাংলাদেশের জেলা প্রতিনিধি বাহারুল ইসলাম, শুভসংঘ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি তাপস কুণ্ডু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাহিয়ান আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ, নির্বাহী সদস্য হাবিবুর রহমান সৌরভ, মুস্তাকিম হোসেন প্রমুখ।

চরমপন্থিদের নিয়ে নতুন আতঙ্ক!

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চেলের জনপদ ঝিনাইদহ এক সময় চরমপন্থিদের নিরাপদ ঘাঁটি ছিল। দীর্ঘ দুই দশক পর এ অঞ্চলে চরমপন্থিরা আবারো তৎপরতা বাড়িয়েছে।

তাঁরা নতুন করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করছে। হত্যাকারী পাশাপাশি গুলি ও বোমা ফাটিয়ে তাঁদের অবস্থান জানান দিচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে আলাপ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

জেলার পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ছাড়াও বিএনপি-জামায়াত নেতাদের সঙ্গে যোগযোগ রাখছে চরমপন্থি দলের সদস্যরা। ঠিকাদারি কাজ, হাট-ঘাট, বিল-বাঁওড় দখলে নিতে এখন তাঁরা মরিয়া। চরমপন্থিদের সঙ্গে সমঝোতা না করে দরপত্র, হাট-ঘাট ও বড় জলমহাল ইজারা নেওয়া ঠিকাদারদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও চরমপন্থিদের চোখ এখন সরকারি বিভিন্ন কাজে। সম্প্রতি পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি কাজ তাঁদের পছন্দের ঠিকাদার না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বরতদের ভয়ভীতি দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

জানা যায়, আওয়ামী লীগ শাসনামলে কথিত বন্দুকযুদ্ধে টিকতে না পেরে বেশির ভাগ চরমপন্থিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। যাঁরা দেশে ছিলেন, তাঁরাও আত্মগোপনে ছিলেন। তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অবস্থানে চরমপন্থি সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গত বছরের ৫ আগস্টের পর প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগকে

কাজে লাগাচ্ছে চরমপন্থিরা। পালিয়ে থাকা অনেক চরমপন্থি এখন অনেকটা প্রকাশ্যে কার্যক্রম চালানোর চেষ্টা করছেন।

গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যমতে, এ জেলায় চরমপন্থিদের তৎপরতা হঠাৎ করে বেড়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ি জেলার সীমান্ত এলাকায় তাঁরা শক্ত অবস্থান করে তুলেছেন। খুব সহজেই তাঁরা এ জেলা থেকে অন্য জেলায় ঢুকে অপরাধ ঘটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। অনেক আগে থেকেই এ এলাকায় জাসদ গণবাহিনীর প্রভাব ছিল। বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত এ সংগঠনটি কালু, ফারুকসহ কয়েকজন শীর্ষ নেতা আত্মগোপনে থেকে পরিচালনা করছেন। এখন তাঁদের ৭০ থেকে ৮০ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে। তাঁদের কাছে রয়েছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

জানা গেছে, জেলার হরিণাকুণ্ডু ও শৈলকুপায় কালুর অনেক সদস্য রয়েছে। জাসদ গণবাহিনীর নামে তাঁরা নতুন করে সংগঠন পরিচালনা করছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে শৈলকুপার রামচন্দ্রপুর এলাকায় তিনজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। একই জায়গায় একই ভাবে দেড় দশকে হত্যা করা হয় আরো আটজনকে। চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া সীমানায় অবস্থিত এলাকাটি। সবশেষ নিহত তিনজনের মধ্যে ছিল বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হানিফ আলী ওরফে হানেফ। হানেফের বিরুদ্ধে ডাকাতি, হাট-ঘাট, সরকারি টেন্ডার নিয়ন্ত্রণসহ নানা অপকর্মের অভিযোগ ছিল। সম্প্রতি তিনি আবার নতুন দল গোছানোর কাজ করছিল।

হানেফের বাড়ি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায়। এ উপজেলাতে অনেক বিল-বাঁওড় আছে। এসব দখলে নিতে বেশ কয়েকটি দল ৫ আগস্টের পর থেকে তৎপর ছিল। সেই সাথে বাংলা নতুন বছরে হাট-বাজারগুলো ইজারা দেওয়া হবে। এসব হাট-বাজার ও বিল-বাঁওড়ের দখল নিতে কাজ করছে চরমপন্থিরা। বিএনপির অনেক নেতাও এসব নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য এখন চরমপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

সূত্র জানায়, এসব চরমপন্থি সংগঠনগুলো এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত ২০ বছর ধরে কোণঠাসা এসব সংগঠন আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করছে। তাই ঠিকাদারি কাজ, হাট-বাজার ও বিল-বাঁওড়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করছে। অনেকে ভয়ে সরকারি কাজের দরপত্র কিনতে ভয় পাচ্ছেন। ঠিকাদারদের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। হঠাৎ করে চরমপন্থিদের উত্থানের হওয়ার পেছনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুর্বলতা রয়েছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন,

‘ত্রিপল মার্ডারের ঘটনায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে সকল চরমপন্থিরা আত্মগোপনে রয়েছে তাঁদের সম্পর্কে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি।’

তিনি আরো বলেন,‘চরমপন্থি নিয়ে জনমনে কিছুটা শংকা তৈরি হয়েছে। পুলিশ এ নিয়ে কাজ করছে। খুব দ্রুতই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।’

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

‘অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন, নারী ও কন্যার উন্নয়ন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে।

শনিবার (৮ মার্চ) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ উপলক্ষে মানববন্ধন ও পথসভার আয়োজন করে মানবাধিকার ডিফেন্ডার নেটওয়ার্ক।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। এতে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ বিসিকের উপ-ব্যবস্থাপক সেলিনা রহমান, মানবাধিকার ডিফেন্ডার নেটওয়ার্কের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, সদস্য এন এম শাহজালাল, এডাপের সভাপতি মিজানুর রহমান, সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস লাকীসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধন ও পথসভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে এডাব’র আয়োজনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তারা নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি, সহিংসতা প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে সমঅধিকার এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনা সভায়

বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উদযাপন

ঝিনাইদহে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। শনিবার (৮ মার্চ) দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ দিবসের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন ও যশোর সামাজিক বন বিভাগ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। সভাপতিত্ব করেন যশোর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অমিতা মন্ডল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা করেন বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের মৎস্য বিশেষজ্ঞ মফিজুর রহমান চৌধুরী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার সহকারী একান্ত সচিব আশিকুর রহমান সমী, সরকারি কে.সি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, এবং ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ.বি. এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ যষ্টি চন্দ্র রায়।

বক্তারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে ১ হাজার ৩৫০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিভাগ জানায়, গ্রীষ্মকালীন মুগ ও তিলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ১ হাজার ৩৫০ কৃষককে এ উপকরণ দেওয়া হয়। ৮০০ কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি উন্নতজাতের মুগ বীজ ও ১৫ কেজি রাসায়নিক সার এবং সাড়ে ৫০০ কৃষকের প্রত্যেকে ১ কেজি গ্রীষ্মকালীন তিল ও ১৫ কেজি রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

মসজিদ থেকে জুতা চুরি নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মসজিদ থেকে জুতা চুরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার (৫ মার্চ) রাত ১০ টার দিকে উপজেলার গোকুলনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে এক ব্যক্তির অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে দিগনগর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক ও ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমানের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। বুধবার রাতে আব্দুল মালেকের এক সমর্থকের জুতা চুরি হয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। পরে দুই গ্রুপের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার পরিদর্শক(তদন্ত) শাকিল আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ফল চুরির অপবাদে মাদরাসা ছাত্রকে নির্যাতন

ঝিনাইদহে ইফতারের ফল চুরি করে খাওয়ার অপবাদে এক মাদরাসাছাত্রের ওপর অমানবিক নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে।

বুধবার (৫ মার্চ) সকালে সদর উপজেলার মথুরাপুর আদর্শ এতিমখানায় এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতনের শিকার সাগর হোসেন ওই এতিমখানার আবাসিক শিক্ষার্থী। সে বাড়িবাথান দাখিল মাদরাসার দশম শ্রেণির ছাত্র।

ভুক্তভোগী সাগর হোসেন বলেন, সোমবার ইফতারের পর দুই মাল্টা স্যারদের না জানিয়ে আমি খেয়েছিলাম। এ নিয়ে কয়েকজন স্যার আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। পরে আজ সকালে লাঠি ও ক্রিকেট খেলার স্টাম্প দিয়ে আমাকে বেধড়ক মারপিট করে। আমার স্বজনরা জানতে পেরে আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ অভিযোগের বিষয়ে জানতে মাদরাসার শিক্ষক ইমরান হাওলাদারের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিক বার কল করলেও তিনি রিসিভ করেন নি। এমনকি ওই এতিমখানায় গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)